রেডিও মেঘনা

মেঘনা বুলেটিন

মার্চ ২০২১, সংখ্যা: ৩৭

আমাদের উদ্দেশ্য

রেডিও মেঘনা (উপকূলের কণ্ঠস্বর) কোস্ট ট্রাস্ট এর একটি কমিউনিটি রেডিও। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার প্রান্তিক মানুষের জীবণ-মান উন্নয়নের জন্য কাজ করে। এটি উপকূলীয় দ্বীপ ভোলার চরফ্যাশন উপজেলায় ২০১৫ সালে যাত্রা শুরু করে। রেডিও মেঘনা বৈধ অধিকারের দাবি, সমাজে বৈষম্য দূরীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকবেলা ও পরিবেশ সুরক্ষা, মৎস্য, কৃষি, লিঙ্গীয় সমতা ও শিক্ষাখাতে সামাজিক, সংস্কৃতিক ও গ্রামীণ উন্নয়নে উৎসাহী করা এবং জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দরিদ্র কণ্ঠস্বর বাড়াতে কাজ করে।

/radiomeghna99.0 radiomeghna.net

রেডিও মেঘনার উপদেষ্টা কমিটির দ্বি-মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

‘উপকূলের মানুষের কণ্ঠ শুনি রেডিও মেঘনায়’ এই পতিপাদ্য নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে রেডিও মেঘনার উপদেষ্টা কমিটির দ্বি-মাসিক সভা। ৩১ মার্চ (বুধবার) বিকেল ৩ ঘটিকায় রেডিও মেঘনার সভাপতি ও চরফ্যাসন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: রুহুল আমিনের সভাপতিত্তে উপজেলা প্রশাসন সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রথমে গত বছর থেকে শুরু হওয়া কোভিড-১৯ পরিস্থিতি, দুর্যোগসহ বিগত এক বছরের রেডিও মেঘনার কর্যক্রম নিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেন রেডিও মেঘনার সহকারী স্টেশন ম্যানেজার উম্মে নিশি। এরপর উপদেষ্টা কমিটির অন্যান্য সদস্যরা বলেন, রেডিও মেঘনা উপকূলীয় এলাকা চরফ্যাসনের মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য, জেলে, কৃষক, কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্য বিশেষ করে করোনা কালীন সময়ে রেডিও মেঘনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে মন্তব্য করেন।

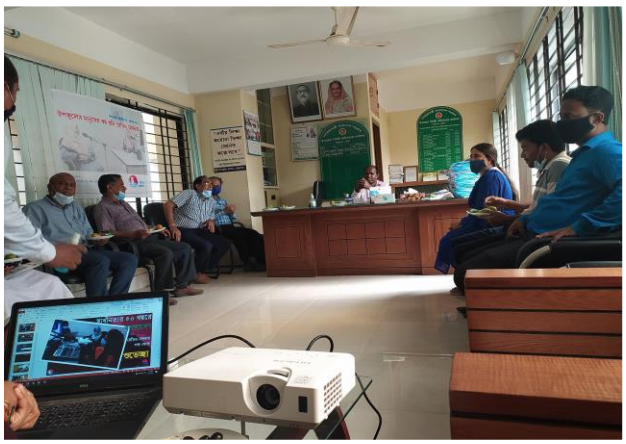

সভায় বয়স্ক ভাতা, প্রজনন স্বাস্থ্য, কৃষি বিষয়ক, গবাদিপশু পালনে করণীয় বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সরাসরি অনুষ্ঠান প্রচারের আহ্বান জানান রেডিও মেঘনার সভাপতি মো: রুহুল আমিন।

এতে অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন, কোস্ট ফাউন্ডেশনের উপ-নির্বাহী পরিচালক সনত কুমার ভৌমিক, চরফ্যাসন সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ কয়ছর আহম্মেদ দুলাল, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো: মহিউদ্দিন, উপজেলা প্রানিসম্পদ কর্মকর্তা মো: আতিকুর রহমান, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো: আবু হাসনাইন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা রমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, চরফ্যাসন রেঞ্জ কর্মকর্তা মো: আলাউদ্দিনসহ কোস্ট ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক, রাশিদা বেগম, উপদেষ্টা কমিটির সদস্যবৃন্দ ও রেডিও মেঘনার কর্মীগণ।

পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক রেডিও অনুষ্ঠান শুনে ইমপ্ল্যান্ট পদ্ধতি গ্রহণ করলেন শশীভূষণের হালিমা খানম

চরফ্যাসন উপজেলার শশীভূষণ এলাকার হালিমা খানম। রেডিও মেঘনার নিয়মিত একজন শ্রোতা। পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক রেডিও অনুষ্ঠান ‘সুরক্ষা’ শুনে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ইমপ্ল্যান্ট গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, ‘প্রথমে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে তেমন ধারণা ছিলোনা। রেডিও মেঘনায় এ বিষয়ে অনুষ্ঠান শুনার পর সিদ্ধান্ত নিই যে কোনো একটা পদ্ধিতি গ্রহণ করা দরকার। তাই

এ সম্পর্কে জানার পর আমি ইমপ্ল্যান্ট গ্রহণ করেছি।' প্রথম সন্তান হওয়ার পর ৩-৪ বছরের বিরতি দিতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অন্য কোনো পদ্ধতি জানা না থাকায় খাবার বড়ি ব্যবহার করতেন। এরপর প্রথম সন্তান জন্মের ২ বছর পর এসে আরো কিছু সময় বিরতি দিতেই রেডিও অনুষ্ঠান শুনে অনুপ্রাণিত হয়ে ইমপ্ল্যান্ট গ্রহণ করেছেন বলে জানান তিনি।

রেডিও টকশো অনুষ্ঠান 'মেঘনা পাড়ের জেলে'

২০১৬ সালে গভীর নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে চরফ্যাসন সামরাজ এলাকার নূর হোসেন মাঝিসহ কয়েকজন জেলে জলদস্যুদের হামলার শিকার হন। মোটা অংকের মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়। আবার বিভিন্ন সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে অনেকবার কোনো রকম জীবন নিয়ে ফিরে এসেছেন বলে অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন নূর হোসেন মাঝি। শুধু নূর হোসেন নয় এরকম জীবনের গল্প নদীপাড়ের প্রায় সকল জেলের। জেলেদের এমনসব বিষয় নিয়ে প্রচারিত হয়েছে রেডিও টক-শো 'মেঘনা পাড়ের জেলে'। এতে নূর হোসেন মাঝিসহ সরাসরি স্টুডিওতে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মারুফ হোসেন মিনার। তিনি বলেন, '২০১৯ সালের পর থেকেই আমরা চেষ্টা করছি, নদীতে যেসব ট্রালার বা জেলে থাকে তাদের সর্বচ্চো নিরাপত্তা দেওয়ার। জিপিএস ট্যাকিংসহ কোস্ট গ্রার্ড বা নৌ পুলিশ টহল দেয়। এরপরও যদি কেউ জলদস্যুদের দ্বারা বা ঘুর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে মারা যায়, তাদের পরিবারকে নগদ ৫০ হাজার টাকা, আহত হলে ২৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।' এ বিষয়ে যেকোনো পরামর্শ বা সহযোগিতার জন্য উপজেলা মৎস্য অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করার কথা বলেন তিনি। এই অনুষ্ঠানে ফোন কলের মাধ্যমে সরাসরি শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করনে মৎস্য কর্মকর্তা।

রেডিও মেঘনা সোস্যাল মিডিয়া

'আমি গাঙ্গো (নদী) গেলে পুরুষ হই বাড়ি আসলে নারী হই। আবার বিলে গেলে পুরুষ হই বাড়ি আসলে মহিলা হই' এমনটাই বলছিলেন চরফ্যাসন উপজেলার বেতুঁয়ার এই সংগ্রামী নারী আনোয়ারা বেগম। স্বামী ও একমাত্র ছেলে সন্তান হারিয়ে দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে চলছে তার এই যুদ্ধ। মূলত মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন তিনি। বর্ষায় নদীতে তল না পেলে অন্য কাজ করেন। সংসারে আছে দুইমেয়ে আর একমাত্র নাতি। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছিলেন যদিও, এখন তারা ফেরত এসেছে মায়ের সাংসারে। আনোয়ারা বেগমের এই গল্প ভিডিও ডকুমেন্টারি হিসেবে রেডিও মেঘনার ফেইসবুক পেইজে আপলোড করা হলে তা শ্রোতারা শিক্ষনীয় গল্প বলে মন্তব্য করেন।

যোগাযোগ:
উম্মে নিশি সহকারি স্টেশন ম্যানেজার, রেডিও মেঘনা। ফোন: ০১৭০৮ ১২০৩৯০
ই-মেইল: nishi.meghna@coastbd.net কুলসুমবাগ, চরফ্যাসন, ভোলা